নাট্যকার মনোমোহন বসু

VI Sem (Genl). Paper DSE-1B

Dr. Swapna Das

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য, নাটক রচনার ক্ষেত্রে ছিলেন প্রাচীনপন্থী, যদিও প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনের (যেমন-হিন্দুমেলা) সঙ্গে যোগসূত্র ছিল, তাঁর স্বদেশপ্রেমও ছিল প্রবল, সে-অর্থে তিনি প্রগতিবাদী; কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী দুই বিখ্যাত নাট্যকার মধুসূদন ও দীনবন্ধু নাটকে যে-পাশ্চাত্যধারার প্রবর্তন করেছিলেন, মনোমোহন সে পথে হাঁটেননি, তিনি পিছন ফিরে পূর্বতন যাত্রার অনুবর্তনে নাটকরচনায় বৃত হন, তারাচরণ শিকদার থেকে আরম্ভ করে দীনবন্ধু যে-যাত্রার ভঙ্গি বর্জন করতে সচেষ্ট ছিলেন, মনোমোহন তা-ই পুনঃ-প্রবর্তনের প্রয়াস করেন; পাশ্চাত্য-ধাঁচের মঞ্চে নাট্যাভিনয় ব্যয়বহুল বলে যাত্রার সজ্জাহীন আসরের উপযোগী নাটকরচনায় তাঁর এই প্রকার উদ্যম, প্রধানত পৌরাণিক নাটক রচনায় তিনি সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। যাত্রাধর্মী বলে তাঁর নাটকগুলিতে সঙ্গীতের বাহুল্য ও ভক্তিরসের প্রাচুর্য এবং সেই সঙ্গে গীতাভিনয় ও নৃত্যের প্রয়োগ দেখা যায়, বলা বাহুল্য, তার ফলে নাটকগুলি মঞ্চায়নের সগৌরব মর্যাদা লাভ করেছিল এবং খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল –

'রামাভিষেক' (১৮৬৭)

'প্রণয়পরীক্ষা' (১৮৬৯)

'সতী' (১৮৭৩)

'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫)

'আনন্দময়' (১৮৯০)

তাঁর অধিকাংশ নাটকই পুরাণাশ্রিত, অবশ্য গার্হস্থ্যধর্মী নাটকও আছে। তবে পৌরাণিক নাটকের জন্যেই তিনি প্রসিদ্ধ, একদা-জনপ্রিয় যাত্রাগানের সঙ্গে একালের নাটককে তাঁর মেলাবার বাসনা পরবর্তী-কালে রাজকৃষ্ণ রায় ও গিরিশচন্দ্রের মধ্যে পুষ্টতর হয়েছিল।